

এই পথ চলা

শুজা রশীদ

৮ – বিয়ের দাওয়াত

বিয়ের দাওয়াত এলেই আমার কলিজা শুকিয়ে যায়। বিয়ে থা করে সবাই সুখে শান্তিতে থাকুক এই প্রার্থনা করি, কিন্তু ওসবের মধ্যে এই শর্মাকে টেনে এনে দুর্বিপাকে ফেলা কেন। সাধারণ একটা জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী টাইপের অনুষ্ঠান হলে না হয় অল্পের উপর দিয়ে রক্ষ পাওয়া যায়, কিন্তু বিবাহ সংক্রান্ত কোন কিছুই কি আর অল্পে স্বল্পে হয়? ছোটবেলায় নুন আনতে পাল্লা ফুরায় জাতীয় প্রবাদ শুনলে গরীবদের কথা ভেবে বড় কষ্ট হত। ঘুনাঙ্করেও ভাবিনি গরীব না হয়েও মানুষ দিব্যি সেই বিপাকে পড়তে পারে। ট্যাক্স মহাশয়ের প্রকোপে এবং অতিমাত্রায় উদার সরকারের সৌজন্যে কানাডায় যেভাবে মধ্যবিত্তদের নাভিশ্বাস উঠবার উপক্রম হয়েছে তাতে বিবাহ অনুষ্ঠানে অভ্যগতদের একজন হওয়া রীতিমত মন কষ্টের উদ্রেক করে। যাই হোক, সরকার বিরোধী প্ররোচনা করবার জন্য এই লেখা নয়। বিষয় তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

ক'দিন আগে এক বিয়ের দাওয়াত খেতে গিয়ে কি হেনেস্থা হতে হল সেই গল্প বলি।

প্রায় মাস দুয়েক আগে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ এক পারিবারিক বন্ধু তাদের মেয়ের বিয়ের দাওয়াত বাসায় বয়ে এসে দিয়ে গেলেন। তাদের একমাত্র মেয়ে, রাজকীয় আয়োজনের ব্যবস্থা হচ্ছে। খরচ কিছু বেশীই হবে কিন্তু ঋন কর্য যা করতে হয় করবেন। কার্ডের শোভা দেখেই আমার ভিমড়ী খাবার জোগাড়। ইচ্ছে থাকলেও আদ্যোপান্ত খরচের বিবরণ জানতে সাহস হল না,

আবার বিরূপ হয়ে যান কিনা। বিয়ে টিয়ে খুব আবেগের ব্যাপার, সামান্য কারণে সম্পর্ক তেঁতো হয়ে যেতে পারে।

তারা প্রস্থান করতে আমি আর লতা দৃষ্টি বিনিময় করলাম। বললাম, “ভালো কিছু না দিলে কিন্তু সর্বনাশ হবে।”

লতা এই জাতীয় ক্ষুদ্র মনস্ক আলাপ একেবারেই সহ্য করতে পারে না। মানুষের ক্ষমতা কম থাকতে পারে তাই বলে অকারণ ক্ষুদ্রতা দখানোর তো কোন প্রয়োজন নেই। আমার নয়, গৃহিণীর ভাষ্য। সে তিজ্ঞ কঠে বলল, “তোমার যত ফালতু কথা। আজকাল কেউ জিনিষপত্র দেয় নাকি? সবাই বিয়ের কাড়েই বলে দেয় নগদ টাকা দেবার জন্য। এটাতেও লেখা আছে।”

“সেটা ভালো না খারাপ?” আমি নিরীহ কঠে বলি।

“একদিক দিয়ে ভালো। যুৎসই উপহার খুঁজতে গিয়ে দোকান পাটে সময় নষ্ট করতে হয় না।”

তা সত্য। নগদ টাকা দিলে পরিমানে কার্পণ্য করবার সুযোগ কম কিন্তু নিদেনপক্ষে শুধু অর্থের উপর দিয়েই যায়, জীবন ও যৌবন অটুট থাকে।

ক’ দিন খুব ব্যস্ত ছিলাম সবাই। কোথা দিয়ে সপ্তাহ পেরিয়ে গেল টেরও পাই নি। দেখতে দেখতে শনিবার চলে এলো। রাতে বিয়ের

দাওয়াত। লতা বিশাল প্রস্তুতি নিয়েছে। হাজার হোক একটা বিয়ের দাওয়াত। সে নিজে সেজে গুঁজে গেলেই তো হল না, আমার মত একটা আনস্মার্ট, আনকুতকে মানুষ বানিয়ে না নিয়ে গেলে মুখ দেখাবে কি করে? ছেলের আজকাল খুব ফ্যাশান বেড়েছে। তাকে নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। মেয়ে আবার বাবার পথ ধরেছে। জামা কাপড়ের চেয়ে বই পত্র, রঙ তুলি এই সব নিয়ে তার ব্যাস্ততা বেশী। তাকে নিয়েও চিন্তা।

মার্কহামে এক বিশাল পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠান। দুপুর থেকেই লতার সাজ সজ্জা শুরু হল। দ্রু তোলা, চুল ধোয়া, মুখে হলুদ মাখা – এই জাতীয়

নানান কারবার। মনে হচ্ছে বিয়ে এই বাড়িতেই লেগে গেছে। এই নিয়ে ঠাট্টা করায় বদনা ছুড়ে মেরে ভিজিয়ে দিল।

সন্ধ্যায় বিস্তারিত হৈ হটগোল করে সবাইকে তার মন মত পোশাক আষাক পরিয়ে লতা যখন গাড়ীতে উঠল তখন সোয়া আটটা। দেবী গৃহিণীর জন্যেই। আমি একটা বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করতে গিয়েও চেপে গেলাম। লতাকে দেখে খুব একটা তুষ্ট মনে হচ্ছে না। কোথাও যাবার আগে ঝুট বামেলা হওয়াটা আমাদের পরিবারে অবধারিত। টানাটানি, ঝগড়া ঝাটি, এমনকি কান্না কাটি পর্যন্ত হয়ে থাকে। আজ মেয়ের পোশাক পছন্দ হয়েছে সুতরাং কান্নাকাটি পর্যন্ত গড়ায়নি।

নতুন কোথাও গেলে পথ হারানো আমার স্বভাব। গাড়ীর GPS ক’দিন ধরেই খুব গোলমাল করছে। মাঝে মাঝে ভদ্র ব্যবহার করে মাঝে মাঝে, সুযোগ বুঝে, একেবারে বেঁকে বসে। আজ তেমনই অবস্থা হল। একই রাস্তায় বার তিনেক ঘুরে শেষে বুদ্ধি খুলল – সেল ফোনে ম্যাপ চেক করলেইতো হয়। চমৎকার বুদ্ধি। কাজ হল। ইচ্ছে হল গাড়ীর GPS টাকে এক লাথি দিয়ে আটলান্টিক পার করে দেই। বজ্জাত!

বিশাল পার্টি সেন্টার। মুগ্ধ হবার মত। গাড়ীতে গাড়ীতে সয়লাব। পার্কিং খুঁজে পেতে কিঞ্চিৎ ঝঙ্কি গেল কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটু দূরে পাওয়া গেল। তাই নিয়েও মন্দ কথা শুনতে হল। লতা শাড়ী-টাড়ী পরেছে, হাই হিল পায়ে গলিয়েছে, এতো কিছু পরে এতো খানি পথ হাঁটা কি সহজ কথা? বুদ্ধি করে একটু নামিয়ে কেন দিলাম না? বুদ্ধি করে নিজে কেন নামতে চাইলে না বধু? সব দোষ নন্দঘোষ!

বিশাল কাঁচের দরজা পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে চোখ ঝাঁধিয়ে যাবার জোগাড়। উঁচু সিলিঙে বিশাল বিশাল ঝালর আলোয় ঝিক মিক করছে, চারদিকে সুসজ্জিত পুরুষ ও নারীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের আড্ডা চলছে। মূল অনুষ্ঠান যে হলরুমে হবে সেটা একাধিক তীর চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করা। হলঘরের মুখেই দল বল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকজন সুদর্শন এবং সুসজ্জিতা নারী এবং পুরুষ। বোঝাই গেল এরা হচ্ছে welcome পার্টি।

আমরা হাসি মুখে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। পুত্র, কন্যা দুজানরই দৃষ্টি তাদের সেলফোনে। এই জাতীয় একটা অনুষ্ঠানে তারা যে আমাদের সঙ্গ দিয়ে ধন্য করেছে সেটা প্রমাণ করাটা তাদের জন্য জরুরী। লতা চারদিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। শেষে নীচু গলায় বলল, “পরিচিত কাউকে তো দেখছি না।”

“ভেতরে আছে হয়ত,” দৃঢ় গলায় বললাম। “আমরা তো আর সবাইকে চিনি না।”

“তাই বলে একজন পরিচিত মানুষও থাকবে না, এটা কোন কথা হল?”

“খামাখা চিন্তা করছ। ভেতরে যাই। সবার সাথেই দেখা হয়ে যাবে।”

লতা কথা বাড়ালো না। Welcome পার্টির মুখধার একটি যুবক হাসিমুখে এগিয়ে এলো। “আপনারা কোন পক্ষের?” পরিষ্কার ইংরেজীতে জানতে চাইল সে।

“পক্ষ?” আমি অবাক হয়ে লতার দিকে তাকাই। “অনুষ্ঠান কি দুই পক্ষ মিলে করার কথা ছিল?”

লতা মাথা নাড়ল। “ভাবী তো বলেছিল ছেলে পক্ষ পরে করবে। কিছু তো বুঝতে পারছি না।”

যুবকটি ধৈর্যের অবতার বনে আবার হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল, “আপনারা মেয়ে পক্ষের না ছেলে পক্ষের?”

“মেয়ে পক্ষের...মানে, মেয়ের বাবা মা আমাদের বন্ধু।” আমি একটু ঘাবড়াতে শুরু করেছি।

এবার একজন যুবতী এগিয়ে এলো। “আঙ্কেল, আপনাদের ইনভাইটেশান কার্ডটা দেখতে পারি?”

খুশী মনে এগিয়ে দিলাম। যাদুর কাঠি তো আমার হাতেই আছে।
গুটা দেখে তোমরা নিজেরাই ঠাহর করে নাও আমরা কোন পক্ষের।
সারাদিন অনেক ঝঙ্কি ঝামেলা গেছে, আর ভালো লাগছে না।

কার্ডে চোখ বুলিয়ে মেয়েটির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। “আফ্কেল,
আপনারা তো ঠিক জায়গাতেই এসেছেন, কিন্তু বর কনের নাম তো মিলছে
না।”

আকাশ থেকে পড়লাম। “মানে?” লতা এবং আমি দু জনে এক
যোগে বলি।

মেয়েটি শ্রাগ করল। “নিশ্চয় কিছু একটা ভুল হয়েছে।
আপনাদেরকে হয়ত ভুল কার্ড দিয়েছে। ঠিকানা ভুল ছাপা। এরকম হতেই
পারে। আমার একবার কি হয়েছিল বলি ...”

মেয়েটির গল্প শোনা হল না। লতা আমাকে টেনে সরিয়ে আনল।
তার দু চোখে আগুন। “ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ মেয়ের বকবকানি শুনছ
কেন? কোথায় এনে হাজির করেছ? ভাই ভাবীকে ফোন দাও এফ্ফুনি। একটা
কাজ ঠিক মত করতে পারে না।”

বিয়ের কার্ডে যদি ঠিকানা ভুল লেখা থাকে সেখানে এই অধমের কি
অপরাধ? ভাই ভাবীকে ফোন করে পাওয়া গেল না। পরিচিত কয়েকজনকে
ফোন করার পর যা জানা গেল তাতে মেজাজ খারাপ করব নাকি দু’ফোটা
চোখের জল ফেলব তাই নিয়ে ফাঁপড়ে পড়ে গেলাম। আমাদের কনের বিয়ে
কোন এক অজ্ঞাত কারণে ভেঙে গেছে মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে। সকল
আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে নাকি ফোন করে জানান হয়েছিল। কোন এক অদ্ভুত
কারণে শুধু আমরাই বাদ পড়ে গেছি।

বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে পুত্র, কন্যার কোন মাথা ব্যাথা নেই। তাদের
পেট নাকি ক্ষিপায় চোঁ চোঁ করছে, তারা না খেয়ে বাসায় ফিরবে না। লতার
চোখ ছলছল করছে। বেচারী কত কষ্ট করে সেজে গুঁজে এসেছে। আহা।
বিয়েটা ভেঙে দেবার আগে একটু ভাবলিও না তোরা? আজকালকার

ছেলেমেয়েরা! লতার কাবাব পছন্দ। মন ভালো করার জন্য বললাম, “কাবাব ঘরে যাবে?”

নিঃশব্দে মাথা দোলাল। যাবে। গাড়ী চালিয়ে কাবাব ঘরে গেলাম। আমাদের এতো সাজ গোজ দেখে সবাই মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে। একটা ছোট মেয়ে নিরীহ মুখে বলল, “মা দেখ, ওদেরকে দেখে মনে হচ্ছে ওরা যেন বিয়ে বাড়ি যাচ্ছে!”

তার কথা শূনে, নাকি হতাশায়, বেদনায় কে জানে, লতা খুক খুক করে হেসে উঠল। পুত্র, কন্যা দুটি মায়ের সাথে গলা মিলিয়ে খিল খিল করে হাসছে। তাদের হাসি দেখে মনে স্বস্তি পেলাম। মুখে যে তেঁতো ভাবটুকু এতক্ষণ লেগে ছিল মুহূর্তের মধ্যে সেটা উধাও হয়ে গেল।

শুজা রশীদ,

লেখক, কলামনিষ্ট

Shujarasheed.com